মানুষ

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

এক একটি মানুষের এক একটি আয়না থাকে
নিজকে দেখার—
ছোট্ট টেবিল থাকে...ডটপেন, নীল প্যাডে
কবিতার লেখার।
মানুষ লিখতে চায় বুকের গোপন কথা
মানুষ দেখতে চায় নিজেকে বারবার।

এক একটি মানুষের এক একটি স্বপ্ন থাকে
মনের ভিতরে সোনার কিংখাবে
দুঃখটাকে উপড়ে ফেলে স্ফূর্তিবাজ হতে চায়
তুখোড় স্বভাবে।
জ্যোৎস্নার ময়ূর নাচে সুখের উৎস জেনে নিয়ে
পথের পাথরগুলি এক পাশে থমকে দাঁড়ায়।

এক একটি মানুষের এক একটি অস্ত্র থাকে একান্ত গোপনে
তীক্ষ্ণ তার ধার—
সে জানে একাই শুধু কোন খানে কোন দিকে
কার অস্ত্রাগার।
খোলা ছুরি রক্তের শর্করা খুঁজে জিভের ডগায়
ভাতের হাড়িতে দ্যাখে যুদ্ধ জাহাজ।

এক একটি মানুষ শুধু গায়ে মাখে ঝড়ের বাতাস
মুছে ফেলতে পৃথিবীর বিষ
অথচ মানুষ কেউ নীলকণ্ঠ নয়
প্রত্যেকেই লাল লাল ডোরা কাটা এক একটা খিরিস
অব্যর্থ ছোবল মারতে জানে।

ঐতিহাসিক

জলে ও আগুনে ফুটলে পাথর ফুল
ঝাঁপ দেয় পশ্চিমের হাওয়া
শক্ত মুঠো আলগা হয়
খসে পড়ে সোনার চাবুক।

ঘরের চেরাগ জ্বলে দারুচিনি গন্ধের বাতাসে

বুনো হাতি থমকে যায় ফসলের ক্ষেতে
সারারাত না দেখার ঋন
চোখের অসুখ মুছে নির্ভুল নিয়মে
প্রত্নশস্য হাতে নিয়ে বন্ধ দরোজার পাশে
কে দাঁড়ায়? কঠিন কুশলী
ঐতিহাসিক দ্যাখে মৌন মেঘে ঢাকা মুখগুলি

পরিকথন

অঞ্জন বিশ্বাস

স্বল্পালোকে পরির দেখা পরি তো এক ঘর
জানিয়েছিল বিপন্নতা নিম্নগামী স্বর!
যুবক তবু জল ছুঁয়েছে নদীর কাছে একা
পরণকথা সেই তো শুরু পরির সঙ্গে দেখা!
বাইরে গাছপালার কাছে নদীর অঙ্গীকার
চালচুলো নেই যুবার তবু ভিতরে তোলপাড়!
নাক বরাবর সেই উঠেছে সিনথেটিক চাঁদ
রকম ফেরে প্রেম বুঝে যায় কোজাগরী ফাঁদ!

অন্তর্জলিযাত্রা

সমীর সেন

তিনশো বছর ধরে বটচবৃক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে
দেখেছে পলাশি আর সিপাহি বিদ্রোহ
দেখেছে চোখের সামনে 'দ্বিখন্ডিত জননী শরীর
মগডালে পতপত জাতীয় পতাকা।
মানুষই পায়ের চার দিকে
পরিয়েছে একদিন সিমেন্ট শৃঙ্খল।

দুপুরে বিশ্রাম নেয় শ্রমক্লান্ত দরিদ্র মানুষ
বিকেলে বৃদ্ধের দল চর্বিতচর্বন করে বিগত দিনের
প্রেমিক - প্রেমিকা এসে চুপিসারে
দেহমন বিনিময় করে।
একরাত্রে স্ফীতোদর একটি কিশোরী
ডাল থেকে ঝুলে পড়েছিল
কয়েকটি বটফল চোখের জলের মতো
ঝরে পড়েছিল তার 'পবিত্র' শরীরে।

দিনকাল পাল্টাচ্ছে ক্রমে
মানুষের আসা যাওয়া কম
দ্বিখন্ডিত গ্রামের শরীর
রাত্রি গভীর হলে মাঝে মাঝে চাপা ফিসফাস
'খানাখন্দে' লাশ পড়ে থাকে
বটবৃক্ষ এই সব লাশেদের জন্মাতে দেখেছে
অকালমৃত্যু হল চোখের সামনেই।

এখন গ্রহণকাল
অন্ধকার আস্তে আস্তে গিলে খাচ্ছে আলোর শরীর
মানুষের নিয়তির কথা বুঝে ফেলে
বটবৃক্ষ আজ এক প্রাজ্ঞ দার্শনিক
প্রজাতির অন্তর্জলিযাত্রায়
বটফল, ঝরাবে না আর।